মৃষা ধর্ম্মস্য ভার্য্যাসীদ্দম্ভং মায়াঞ্চ শত্রুহন্। অসূত মিথুনং তত্তু নির্ঋতি র্জগৃহেঽপ্রজাঃ ॥ ২ ॥
তয়োঃ সমভবল্লোভো নিকৃতিশ্চ মহামতে। তাভ্যাং ক্রোধশ্চ হিংসাচ যদ্দুরুক্তিঃ স্বসা কলিঃ ॥৩
দুরুক্তৌ কলিরাধত্ত ভিয়ং মৃত্যুঞ্চ সপ্তম। তয়োশ্চ মিথুনং যজ্ঞে যাতনা নিরয়স্তথা ॥ ৪ ॥
সংগ্রহেণ ময়াখ্যাতঃ প্রতিসর্গস্তবানঘ। ত্রিঃ শ্রুত্বৈতৎ পুমান্ পুণ্যং বিধুনোত্যাত্মনোমলং ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নাশ্রিতাঃ ঊর্দ্ধরেতসো নৈষ্ঠিকাঃ অতস্তেষাং বংশোনাস্তি ॥ ১ ॥

অধর্ম্মোপি ব্রহ্মপুত্রস্তস্য বংশমাহ মৃষেতি চতুর্ভিঃ। দম্ভঃ পরপ্রতারণং মায়া তদুচিতা চেষ্টা তয়োঃ সোদরয়োরপি দাম্পত্য মধর্ম্মাংশতয়া। এবমুপর্য্যপি অপ্রজাঃ অপুত্রঃ নির্ঋতি স্তন্মিথুনং ॥ ২ ॥

নিকৃতিঃ শঠতা যৎ যাভ্যাং কলিঃ তস্য স্বসা দুরুক্তিশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ যাতনা তীব্রবেদনা ॥ ৪ ॥

প্রতিসর্গোঽনুসর্গ এব যদ্বা প্রতিসর্গঃ প্রলয়ঃ অধর্ম্মস্য প্রলয় হেতুত্বাৎ প্রতিসর্গত্বং এতৎ এতমধর্ম্মবংশং পুণ্যমিতি বর্জন দ্বারা পুণ্যহেতুত্বাৎ ॥ ৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

বাদরশিষ্টানাং ব্রহ্মপুত্রাণাং বংশজিজ্ঞাসায়ামাহ। সনকাদ্যা ইতি ॥ ১ ॥

অধর্ম্মোপি ব্রহ্মপুত্রস্তস্য বংশমাহ। মৃষেতি হে শত্রুহন্নিতি অধর্ম্ম এব শত্রু স্তং ভবদ্বিধ এব হন্তীত্যর্থঃ। দম্ভঃ পরপ্রতারণং মায়া তদুচিতা ক্রিয়া তয়োঃ। সোদরয়োরপি দাম্পত্যমধর্ম্মাংশতয়া নির্ঋতির্নৈর্ঋতকোণাধিপতিঃ ॥ ২ ॥

নিকৃতিঃ শঠতা যৎ যাভ্যাং কলিশ্চ তস্য স্বসা দুরুক্তিশ্চ ॥ ৩ ॥

এবমত্র শাস্ত্রে ভক্তেরভিধেয়ত্বেন তস্যাশ্চানুকূল প্রতিকূল বস্তু জিজ্ঞাসায়াং বর্জ্জনীয়ত্বেনাধর্ম্মবংশো নরকান্ত উক্তঃ ॥ ৪ ॥

সংগ্রহেণ সংক্ষেপেণ প্রতিসর্গঃ প্রলয়ঃ। প্রলয়হেতুত্বাৎ প্রলয়ঃ হে অনঘেতি অধর্ম্মবংশোয়ং ত্বয়া নানুভূত ইতি ভাবঃ। পুণ্যমিতি বর্জ্জন দ্বারা পুণ্যকরং ॥ ৫ ॥

কদাপি দারপরিগ্রহ করেন নাই, কারণ ঊর্দ্ধরেতা ছিলেন, অতএব ইহাঁদের বংশ নাই ॥ ১ ॥

হে শত্রুনাশন বিদুর! অধর্ম্মও ব্রহ্মার পুত্র, তাঁহার ভার্য্যার নাম মিথ্যা, ঐ মিথ্যা দম্ভ (প্রতারণ) নামে এক পুত্র এবং মায়া (প্রতারণোচিতাচেষ্টা) নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। বৎস! যদিও ঐ পুত্র কন্যা পরস্পর সোদর তথাচ অধর্ম্মাংশ প্রভব, এ প্রযুক্ত তাহারা পরস্পর মিথুন অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ হইয়াছিল। সে যাহা হউক, নির্ঋতি স্বয়ং অপুত্রক ছিলেন এ নিমিত্ত ঐ দুই পুত্র কন্যাকে গ্রহণ করিলেন ॥ ২ ॥

হে মহামতে! সেই দম্ভ এবং মায়া হইতে লোভ ও নিকৃতি (শঠতা) নামে দুইটী পুত্র কন্যা জন্মিল, তাহাদেরও পরস্পর দাম্পত্য ভাব হওয়াতে তাহাদের হইতে ক্রোধ এবং হিংসা এই মিথুন উৎপন্ন হইল। অনন্তর তাহাদের হইতে কলি (কলহ) ও তাহার ভগিনী দুরুক্তির জন্ম হয় ॥ ৩ ॥

হে সত্তম! ঐ দুরুক্তির গর্ভে কলির ভীতি নামে একটী কন্যা ও মৃত্যু নামক এক পুত্র হইল, তাহারাও পরস্পর দম্পতী ভাবাপন্ন হওয়াতে, তাহাদের দুই জনের আবার যাতনা নামে এক কন্যা ও নিরয় নামে এক পুত্র জন্মে ॥ ৪ ॥

হে অনঘ! আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে এই প্রতিসর্গ অথবা অধর্ম্ম বংশ বর্ণন করিলাম, ইহা পুণ্যের হেতু, কারণ অধর্ম্ম বর্জন করিলে পুণ্য সঞ্চার হয়। যে ব্যক্তি এই বৃত্তান্ত তিনবার শ্রবণ করিবেন তাঁহার কল্মষ সকল বিনষ্ট হইবে ॥ ৫ ॥

অথাতঃ কীর্ত্তয়ে বংশং পুণ্যকীর্ত্তেঃ কুরূদ্বহ। স্বায়ম্ভুবস্যাপি মনোর্হরেরংশাংশ জন্মনঃ ॥ ৬ ॥
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ শতরূপাপতেঃ সুতৌ। বাসুদেবস্য কলয়া রক্ষায়াং জগতঃ স্থিতৌ ॥ ৭ ॥
জায়ে উত্তানপাদস্য সুনীতিঃ সুরুচিস্তয়োঃ। সুরুচিঃ প্রেয়সী পত্যুর্নেতরা যৎ সুতো ধ্রুবঃ ॥ ৮ ॥
একদা সুরুচেঃ পুত্রমঙ্কমারোপ্য লালয়ন্। উত্তমং নারুরুক্ষন্তং ধ্রুবং রাজাভ্যনন্দত ॥ ৯ ॥
তথা চিকীর্ষমাণং তং সপত্ন্যাস্তনয়ং ধ্রুবং। সুরুচিঃ শৃণ্বতো রাজ্ঞঃ সের্ষ্যমাহাতিগর্ব্বিতা ॥ ১০ ॥
ন বৎস নৃপতে র্ধিষ্ণ্যং ভবানারোঢ়ুমর্হতি। ন গৃহীতো ময়া যৎত্বং কুক্ষাবপি নৃপাত্মজঃ।
বালোসি বত নাত্মানমন্যস্ত্রীগর্ব্ভসংভৃতং। নূনং বেদ ভবান্ যস্য দুর্ল্লভেঽর্থে মনোরথঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

মনোঃ পুত্রবংশং হরেরংশো ব্রহ্মা তস্যাংশাৎ দেহার্দ্ধাৎ জন্ম যস্য ॥ ৬ ॥
জগতো রক্ষায়াং স্থিতৌ ॥ ৭ ॥
সুনীতিঃ সুরুচিশ্চ জায়ে তয়োর্মধ্যে ॥ ৮ ॥
তয়োঃ প্রিয়াপ্রিয়ত্বে প্রপঞ্চয়ন্ ধ্রুবচরিতমাহ পঞ্চভিরধ্যায়ৈঃ। সুরুচেঃ পুত্রমুত্তমসংজ্ঞং লালয়ন্ ॥ ৯ ॥
তথাঙ্কারোহণং চিকীর্ষমাণং ॥ ১০ ॥
গর্ব্বোক্তিমেবাহ নেতি ত্রিভিঃ নৃপতে র্ধিষ্ণ্যমাসনং। নৃপাত্মজোপি ভবান্ নারোঢ়ুমর্হতি ॥ ১১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

হরেরংশাংশানাং কপিল দত্ত যজ্ঞ পৃথু ঋষভাদীনাং জন্ম যতস্তস্য ॥ ৬ ॥
বাসুদেবস্য কলয়া কলারূপেণ বিষ্ণুনা যা জগতো রক্ষা তস্যাং ক্রিয়ায়াং স্থিতৌ ॥ ৭ ॥
তয়োর্জায়য়োর্মধ্যে ॥ ৮ ॥ সুরুচেঃ পুত্রমুত্তমসংজ্ঞং ॥ ৯। ১০ ॥
ধিষ্ণ্যমাসনং যদ্যস্যাং নৃপাত্মজোপি ত্বং ময়া কুক্ষৌ ন গৃহীতঃ। ত্বং বালোসীতএব নাত্মানমিত্যাদি ॥ ১১ ॥

হে কুরুবংশাবতংশ! অতঃপর স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্রের বংশ কীর্ত্তন করি শ্রবণ কর। ঐ মনুর কীর্ত্তি অতিশয় পবিত্র, যে হেতু ভগবান্ হরির অংশ যে ব্রহ্মা তাঁহার অংশ অর্থাৎ দেহার্দ্ধ হইতে তাঁহার জন্ম হয় ॥ ৬ ॥

উক্ত স্বায়ম্ভুব মনু শতরূপার পতি, তাঁহার প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র হয়, ভগবান্ বাসুদেবের অংশে তাঁহাদের জন্ম, অতএব দুই জনেই জগতের রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন ॥ ৭ ॥

ঐ দুই মনুপুত্রের মধ্যে উত্তানপাদ দুইটী দ্বার পরিগ্রহ করেন, তাহাদের নাম সুনীতি ও সুরুচি, তন্মধ্যে সুরুচি পতির অতিশয় প্রেয়সী হয়েন, সুনীতি তদ্রূপ হইতে পারেন নাই, তাঁহারই পুত্র ধ্রুব ॥ ৮

একদা রাজা উত্তানপাদ সুরুচির পুত্র উত্তমকে ক্রোড়ে লইয়া লালন করিতেছিলেন, তাহা দেখিয়া সুনীতি পুত্র ধ্রুবও পিতার উৎসঙ্গে আরোহণ করিতে বাঞ্ছা করিলেন, কিন্তু রাজা কোলে লওয়া দূরে থাকুক বাক্য দ্বারাও তাঁহাকে অভিনন্দনা করিলেন না ॥ ৯ ॥

সে সময় সুরুচি রাজাসনে অধ্যাসীনা ছিলেন, সপত্নী তনয় ধ্রুবকে পিতৃক্রোড়ে আরোহণার্থ ইচ্ছুক দেখিয়া অতিশয় গর্ব্বিতা হইয়া রাজার সমক্ষেই ঈর্ষা প্রকাশ পূর্ব্বক বলিতে লাগিল ॥ ১০ ॥

ওরে ধ্রুব! তুই রাজপুত্র হইলেও নৃপতির আসনে আরোহণ করিবার যোগ্য নহিস্, যে হেতু আমি তোরে গর্ব্ভে ধারণ করি নাই, তুই বালক আপনি যে রাজার অন্য স্ত্রীর গর্ব্ভে জন্মায়াছিস্, নিশ্চয় তাহা জানিস্ না, তাহাতেই এই দুর্ল্লভ বিষয়ে অভিলাষ করিতেছিস্ ॥ ১১ ॥

তপসারাধ্য পুরুষং তস্যৈবানুগ্রহেণ মে। গর্ব্ভে ত্বং সাধয়াত্মানং যদীচ্ছসি নৃপাসনং ॥ ১২ ॥
শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ॥
মাতুঃ সপত্ন্যাঃ দুরুক্তিবিদ্ধঃ শ্বসন্ রুষা দণ্ডহতো যথাহিঃ।
হিত্বা মিষন্তং পিতরং সন্নবাচং জগাম মাতুঃ স রুদন্ সকাশং ॥ ১৩ ॥
তং নিশ্বসন্তং স্ফুরিতাধরৌষ্ঠং সুনীতিরুৎসঙ্গমুদূহ্য বালং।
নিশম্য তৎ পৌরমুখান্নিতান্তং সা বিব্যথে যদ্গদিতং সপত্ন্যাঃ ॥ ১৪ ॥
সোৎসৃজ্য ধৈর্য্যং বিললাপ শোকদাবাগ্নিনা দাবলতেব বালা।
বাক্যং সপত্ন্যাঃ স্মরতী সরোজশ্রিয়া দৃশা বাষ্পকলামুবাহ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

পুরুষমীশ্বরং ॥ ১২ ॥
মিষন্তং পশ্যন্তং সন্নবাচং কুণ্ঠিতবাচং ॥ ১৩ ॥
উদূহ্য আরোপ্য অন্তঃপুরজনমুখাৎ শ্রুত্বা ॥ ১৪ ॥
শোক এব দাবাগ্নিস্তেন দাবাগ্নি গতা লতেব স্থিতা সা বালা বিলাপঞ্চকার ॥ ১৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

পুরুষমারাধ্যেতি ভক্তম্মন্যোয়ং রাজ্ঞঃ সন্নিধৌ নতু বস্তুতো হরিভক্তেয়ং। ত্বমাত্মানং মম গর্ব্ভে সাধয়েতি সংপ্রত্যেব ত্রিচতুরৈঃ পঞ্চষৈর্বা ব্রতৈর্মদ্গর্ব্ভে প্রাপ্তি সাধনৈর্হরিং সংতোষ্য ত্বং শীঘ্রং ম্রিয়স্ব। ত্বন্মাতরমহং রুদতীং পশ্যেয়মিত্যেবং তবচ মম চ সুখং ভবত্বিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥
মিষন্তং পশ্যন্তং সন্নবাচং স্ত্রৈণত্বাৎ কুণ্ঠিতবাচং ॥ ১৩ ॥
উদূহ্য আরোপ্য ॥ ১৪ ॥
দাবলতা বনলতা ॥ ১৫ ॥

অরে! যদি রাজাসনে আরোহণের বাসনা থাকে তবে এক কর্ম্ম কর, তপস্যা দ্বারা পরম পুরুষ ভগবানের আরাধনা কর্ এবং তাঁহার অনুগ্রহে আমার গর্ব্ভে আসিয়া জন্ম লও ॥ ১২ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন বিদুর! বিমাতার এই প্রকার দুরুক্তি রূপ বাণে বিদ্ধ হইয়া দণ্ডাহত সর্পের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন, পিতা দেখিতেছিলেন তথাচ কোন কথা কহিতে পারিলেন না, তাঁহার যেন বাক্ রোধ হইল। অতএব ধ্রুব পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া রোদন করিতে করিতে জননী সন্নিধানে গমন করিলেন ॥ ১৩ ॥

বালক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে, বাষ্প বশতঃ তাহার অধরৌষ্ঠ বারম্বার স্ফুরিত হইতেছে, দেখিয়াই সুনীতি তাঁহাকে ক্রোড়ে লইলেন, পরে সপত্নী যে সকল দুর্ব্বাক্য বলিয়াছে, সে সকল কথা যখন অন্তঃপুরস্থ লোকদিগের মুখে শুনিতে পাইলেন, তখন তাঁহার অন্তঃকরণ সাতিশয় ব্যথিত হইল ॥ ১৪ ॥

শোক রূপ দাবানল প্রজ্বলিত হওয়াতে দাবাগ্নি গতা বন লতার ন্যায় পরিম্লান হইয়া ধৈর্য্য বিসর্জন পূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন। সপত্নীর বাক্য স্মরণ হওয়াতে তাঁহার কমল তুল্য সুশোভন লোচন হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

দীর্ঘং শ্বসন্তী বৃজিনস্য পারমপশ্যতী বালকমাহ বালা।
মামঙ্গলং তাত পরেষু মংস্থা ভুঙ্‌ক্তে জনো যৎ পরদুঃখদস্তৎ ॥ ১৬ ॥
সত্যং সুরুচ্যাভিহিতং ভবান্মে যদ্দুর্ভগায়া উদরে গৃহীতঃ।
স্তন্যেন বৃদ্ধশ্চ বিলজ্জতে যাং ভার্য্যেতি বা বোঢ়ুমিড়স্পতি র্মাং ॥ ১৭ ॥
আতিষ্ঠ তত্তাত বিমৎসরস্ত্বমুক্তং সমাত্রাপি যদব্যলীকং।
আরাধয়াধোক্ষজপাদপদ্মং যদীচ্ছসেঽধ্যাসনমুত্তমো যথা ॥ ১৮ ॥
যস্যাঙ্ঘ্রিপদ্মং পরিচর্য্য বিশ্ববিভাবনায়াত্তগুণাভিপত্তেঃ।

শ্রীধরস্বামী।

বৃজিনস্য দুঃখস্য অমঙ্গলং অপরাধং পরেষু মা মংস্থাঃ যদ্যতঃ পরেভ্যো যোদুঃখং দদাতি স স্বদত্তমেব দুঃখং ভুঙ্‌ক্তে ॥ ১৬ ॥
দুর্ভগয়া ময়া উদরে গৃহীতঃ তস্যা এব স্তন্যেন বৃদ্ধঃ। দুর্ভগত্বমেবাহ যাং মাং ইড়স্পতি ভূপতি র্ভার্য্যেতি বোঢ়ুং স্বীকর্ত্তুং বিলজ্জতে বাশব্দাদ্দাসীত্যপি ॥ ১৭ ॥
পিতৃভার্য্যাত্বেন সমাতা মাতুঃ সপত্নী তয়া যদুক্তং তপসারাধ্য পুরুষমিত্যাদি তদাতিষ্ঠ কুরু অধ্যাসনং যদীচ্ছসি ॥ ১৮ ॥
পরিচর্য্য নিষেব্য বিশ্বস্য বিভাবনায় পালনায় আত্তা স্বীকৃতা গুণাভিপত্তিঃ সত্ত্বগুণাধিষ্ঠানং যেন তস্য জিত আত্মা মনঃ শ্বসনঃ

ক্রমসন্দর্ভঃ।

বা বোঢ়ুমিতি চিৎসুখ পুণ্যারণ্যৌ। বাচা ঊঢ়ুং বক্তুমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥
যস্যাঙ্ঘ্রীতি। পরিচর্য্য নিষেব্য আত্তা সান্নিধ্য মাত্রেণাপকৃতা গুণাভিপত্তি র্গুণসাম্যং প্রকৃতি র্যেন তস্য বন্দ্যমিত্যত্র

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

অমঙ্গলং দোষং বিমাত্রে মা দেহি প্রাচীন স্বকৃত দুষ্কৃত ফলমেব ত্বমন্বভূরিত্যাহ যদ্যতঃ পরেভ্যো দুঃখং দদাতি যঃ স স্বদত্ত মেব ভুঙ্‌ক্তে ॥ ১৬ ॥
গৃহীতঃ ধৃতঃ দুর্ভগত্বমেবাহ। যাং মামিড়স্পতি ভূপতির্ভার্য্যেতি বোঢ়ুং ইয়ং মে ভার্য্যা ভবতীতি বুদ্ধ্যা যো মদ্রক্ষণপালনভার স্তং বোঢ়ুং লজ্জতে। স্বস্যানুরূপতা মননেনেতি ভাবঃ। বাশব্দাদ্দাসীতি ভাবমপি ॥ ১৭ ॥
মাত্রা সমা সমাতা তয়া বিমাত্রাপি ত্বদ্ধর্মমভিলষন্ত্যাপি যদুক্তং তৎ আতিষ্ঠ কুরু। অব্যলীকং তদপি প্রিয়ং নভবতি। নহি হরি ভজনং কস্যাপ্যপ্রিয়মতো বিমৎসর স্তস্যাঃ দ্বেষং পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ। মম রোদনমাজন্ম বিধাত্রা ললাটে লিখিতমেব তবতু সুখং ভবত্বিতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥
ননু কিং হরিমারাধ্য তস্যাঃ পাপীয়স্যাঃ গর্ত্তং প্রবেক্ষ্যামীতি তত্র সা বরাকী খলু কা তস্যাঃ কিঙ্করস্ত্বৎপিতৈব বরাকো

সুনীতি বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, কোন রূপেই দুঃখের পার দেখিতে পাইলেন না, অতএব বালককে সস্নেহ সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! এ বিষয়ে অন্যের অপরাধ মনে করিও না, যে ব্যক্তি পরকে দুঃখ দেয়, সে আপনার প্রদত্ত দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

সুরুচি সত্যই বলিয়াছে আমি দুর্ভগাই বটী, তুমি আমার গর্ব্ভে ধৃত এবং আমার স্তন্য দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছ, ইহাতে কি প্রকারে রাজাসন পাইবার যোগ্য হইবে? বাছা! আমি এমন দুর্ভাগা যে আমাকে ভার্য্যা বলিয়া স্বীকার করিতেও রাজার লজ্জা বোধ হয় ॥ ১৭ ॥

বৎস! তোমার বিমাতা যাহা বলিয়াছেন "তপস্যা দ্বারা পরম পুরুষ ভগবানের আরাধনা কর ইত্যাদি" তাহা যথার্থ, যদি তোমার বৈমাত্রেয় উত্তমের তুল্য রাজাসন আরোহণের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে ভগবান্ অধোক্ষজের পাদপদ্ম আরাধনা কর ॥ ১৮ ॥

বাছা! সেই ভগবান্ পরম পুরুষ বিশ্বপালনের নিমিত্ত সত্ত্ব গুণের অধিষ্ঠান স্বীকার করেন,

অজোঽধ্যতিষ্ঠৎ খলু পারমেষ্ঠ্যং পদং জিতাত্মশ্বসনাভিবন্দ্যং ॥ ১৯ ॥
তথা মনুর্ব্বো ভগবান্ পিতামহো যমেকমত্যা পুরু দক্ষিণৈর্মখৈঃ।
ইষ্ট্বাভিপেদে দুরবাপমন্যতো ভৌমং সুখং দিব্যমথাপবর্গ্যং ॥ ২০ ॥
তমেব বৎসাশ্রয় ভৃত্যবৎসলং মুমুক্ষুভির্ম্মৃগ্য পদাব্জপদ্ধতিং।
অনন্যভাবে নিজধর্ম্মভাবিতে মনস্যবস্থাপ্য ভজস্ব পূরুষং ॥ ২১ ॥
নান্যং ততঃ পদ্মপলাশলোচনাদ্দুঃখচ্ছিদন্তে মৃগয়ামি কঞ্চন।

শ্রীধরস্বামী

প্রাণশ্চ যৈস্তৈরভিবন্দ্যং ॥ ১৯ ॥

একমত্যা সর্ব্বান্তর্যামি দৃষ্ট্যা ॥ ২০ ॥

মৃগ্যা পদাব্জয়োঃ পদ্ধতির্মার্গো যস্য তমেবাশ্রয় শরণং ব্রজ। ততো ভজস্ব নান্যস্মিন্ ভাবো যস্য তস্মিন্ নিজধর্ম্মৈর্ভাবিতে শোধিতে ॥ ২১ ॥

তমেবেত্যনেন সূচিতং সর্ব্বোত্তমত্বং প্রপঞ্চয়তি নান্যমিতি। হস্তেন গৃহীতং দীপবৎ পদ্মং যয়া ইতরৈ র্ব্রহ্মাদিভিঃ ॥ ২২ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

পদ্যমিতি সম্বন্ধ সম্মত পাঠান্তরং ॥ ১৯। ২০। ২১ ॥

শ্রিয়া জগদধিষ্ঠাত্র্যা হস্তগৃহীতপদ্ময়েতি তল্লোচন সাম্যেনাধিকতদ্রুচেঃ। সর্ব্ব সংপত্তি নিধানেন তেন পদ্মেন সেবাভিলাষাদ্বা ॥ ২২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

দীনবুদ্ধিস্ত্বং ব্রহ্মপদাদপ্যুৎকৃষ্টং পদং প্রাপ্তুং পারমিষ্যসি তদিতঃ শীঘ্রং ব্রজ হরিং ভজ মাবিষীদেত্যাহ যস্যেতি চতুর্ভিঃ বিশ্বস্য বিভাবনায় পালনায় আত্মা স্বীকৃতা গুণাভিপত্তিঃ সত্ত্বগুণাধিষ্ঠানং যেন তস্য জিতাত্মশ্বসনৈ র্বিজিত মনঃ প্রাণৈর্যোগিভিরভিবন্দ্যং ॥ ১৯ ॥ একমত্যা একাগ্রবুদ্ধ্যা ॥ ২০ ॥

ভৃত্যবৎসলমিতি মদ্বিধমাতৃকোটিতোপি ত্বয়ি ভৃত্যে তস্য বাৎসল্য মুদেষ্যত্যতো দুঃখ গন্ধমপি ন প্রাপ্স্যতীতি ভাবঃ। যং ত্বমাশ্রয়িষ্যসি তস্য পদাব্জয়োঃ পদ্ধতি র্মার্গএব মুমুক্ষুভির্মৃগ্যতে নতু সা তৈরপি সুলভা ইতি ভাবঃ। আশ্রিত্যচ ন অন্যস্মিন্ ভাব আসক্তি র্যস্য তাদৃশে মনসি পঞ্চবার্ষিকস্য তে কর্ম্মানধিকারাৎ নিজধর্ম্মৈর্ভক্তিধর্ম্মৈ র্ভাবিতে শোধিতে মনসি পুরুষং অবস্থাপ্য ভজস্ব ॥ ২১ ॥

সুখারাধ্যস্যাপি দেবতান্তরস্য নশ্বর ফলদায়িত্বাত্ত্বদ্দুঃখং নির্ম্মূলয়িতুমসমর্থস্য ভজনং পরিণাম দর্শিন্যহং ত্বাং নোপদিশামীত্যাহ

তাঁহার মাহাত্ম্যের কথা কি বলিব, ব্রহ্মা তাঁহারই পাদপদ্ম পরিচর্য্যা করিয়া পারমেষ্ঠ্য পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, মনঃ ও প্রাণের জয়কারি যোগিগণ যে চরণের সতত বন্দনা করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

তথা তোমার পিতামহ ভগবান্ মনু তাঁহাকেই সর্ব্বান্তর্যামী জানিয়া প্রচুর দক্ষিণা বিশিষ্ট যজ্ঞ দ্বারা অর্চ্চনা করিতেন, তাহাতে তাঁহার অন্য দুর্ল্লভ দিব্য ও ভৌম সুখ এবং অন্তে অপবর্গ প্রাপ্তি হয় ॥ ২০ ॥

অতএব হে বৎস! তুমি তাঁহারই শরণ গ্রহণ কর, তিনি ভক্তবৎসল, মোক্ষাকাঙ্ক্ষি পুরুষ সকল তাঁহারই পাদ্মপদ্মের পদ্ধতি অন্বেষণ করিয়া থাকেন। তদনন্তর অন্যভাব পরিত্যাগ করিয়া নিজধর্ম্ম দ্বারা শোধিত চিত্তে সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহারই উপাসনা করিও ॥ ২১ ॥

বৎস! সেই পদ্মপলাশলোচন ভগবান্ ব্যতীত অন্য কাহা হইতে তোমার দুঃখ বিনাশের সম্ভাবনা দেখি না, কিন্তু তাঁহার দর্শন পাওয়া অতি দুর্ল্লভ। হে তাত! ব্রহ্মাদি দেবগণ যে কমলার অনুসন্ধান

যো মৃগ্যতে হস্তগৃহীতপদ্ময়া শ্রিয়েতরৈরঙ্গ বিমৃগ্যমাণয়া ॥ ২২ ॥
এবং সংজল্পিতং মাতুরাকর্ণ্যার্থাগমং বচঃ। সংনিযম্যাত্মনাত্মানং নিশ্চক্রাম পিতুঃ পুরাৎ।
নারদস্তদুপাকর্ণ্য জ্ঞাত্বা চাস্য চিকীর্ষিতং। স্পৃষ্ট্বা মূর্দ্ধন্যঘঘ্নেন পাণিনা প্রাহ বিস্মিতঃ ॥ ২৩ ॥
অহোতেজঃ ক্ষত্রিয়াণাং মানভঙ্গমমৃষ্যতাং। বালোপ্যয়ং হৃদা ধত্তে যৎ সমাতুরসদ্বচঃ।
শ্রীনারদ উবাচ ॥
নাধুনাপ্যবমানং তে সম্মানং চাপি পুত্রক। লক্ষয়ামঃ কুমারস্য সক্তস্য ক্রীড়নাদিষু ॥ ২৪ ॥
বিকল্পে বিদ্যমানেপি নহ্যসন্তোষহেতবঃ। পুংসোমোহমৃতে ভিন্না যল্লোকে নিজকর্ম্মভিঃ ॥ ২৫

শ্রীধরস্বামী।

সংজল্পিতং বিলাপং। অতোঽর্থস্যাগমো যস্মাৎ তথাভূতং বচশ্চাকর্ণ্য ॥২৩॥ বিস্মিত ইত্যুক্তং তদেবাহ অহোতেজঃ প্রভাবঃ ॥২৪
বিকল্পে মানাপমান বিবেকে সত্যপি ভিন্না ন সন্তি কিন্তু মোহকল্পিতা এব ত ইত্যর্থঃ। কুতঃ যৎসুখং দুঃখং বা তন্নিজ কর্ম্মভিরেব ভবতি যতঃ ॥ ২৫ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

নারদো যদৃচ্ছয়ৈবাগতঃ সন্নিতি জ্ঞেয়ং ॥ ২৩ ॥
অহো ইতি স্বগতং বাক্যং। উবাচেত্যগ্রে স্ফুটোক্তিখ্যাপনাৎ। তেজঃ পরিভবেচ্ছা ॥ ২৪ ॥
বিকল্পে বিদ্যমানেপি অসন্তোষহেতবো মোহমৃতে ন সন্তীত্যেব। যতো অমী মোহাদভিন্নাঃ। যচ্চ সুখং দুঃখং কর্ম্মভিরিতি লোকে শ্রূয়তে তত্রচ পক্ষে তানি মোহমৃতে নসন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

নান্যমিতি পদ্মপলাশেতি তস্য দৃষ্টিপাতেনৈব তপ্তত্বং শীতলী ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। হস্তে গৃহীতং দীপবৎ পদ্মং যয়া ইতরৈর্ব্রহ্মাদিভিঃ ॥ ২২ ॥ প্রাহ স্বগতং ॥ ২৩। ২৪ ॥
বিকল্পো ভেদ স্তস্মিন্ বিদ্যমানেঽপীতি জ্ঞান যোগিনাং তাবদ্বিকল্পোনাস্ত্যেবেতি কোবাঽসন্তোষঃ কে বা তস্য হেতবঃ। ভক্তিযোগিনাং কর্ম্মযোগিনাং বিকল্পোবিদ্যত এবেতি বিদ্যমানেপি বিকল্পে পুংসোমোহং বিনা অসন্তোষস্য হেতবোঽবমানাদয় স্তৎকর্ত্তারশ্চ ভিন্না ন সন্তি কিন্তু মোহ এবেত্যর্থঃ। যদ্যস্মাল্লোকে সর্ব্বত্র নিজ কর্ম্মভিরেবাশুভৈরসন্তোষ হেতবোঽবমানাদয়ঃ তৎ কর্ত্তারশ্চ ভবন্তীত্যাত্মানং বিনা কস্মৈ দোষোদেয় ইত্যতএব বিবেকিনো ভক্তাঃ কর্ম্মিণশ্চ কেচিন্নির্মৎসরা ভবন্তীতি ভাবঃ ॥২৫

করেন সেই লক্ষ্মী আপনার হস্তে দীপ তুল্য কমল লইয়া তাঁহার অন্বেষণ করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

জননীর এই প্রকার বিলাপ এবং অর্থসাধক বাক্য শ্রবণ করিয়া ধ্রুব মনোদ্বারা মনঃ সংযমন পূর্ব্বক পিতৃগৃহ হইতে নির্গত হইলেন। যখন এই বিষয়ের সম্বাদ নারদের সুগোচর হইল, তখন তিনি ধ্যান যোগে ধ্রুবের মানস জানিতে পারিয়া তাঁহার সন্নিধানে আগমন করিলেন এবং যে হস্ত সংস্পর্শে পাপ রাশি বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেই হস্ত দ্বারা তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিয়া মনে মনে বিস্ময় বচনে কহিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

অহো! ক্ষত্রিয়দিগের কি প্রভাব! ইহারা কিঞ্চিন্মাত্র মানভঙ্গ সহ্য করিতে পারে না, এ বালক হইয়াও বিমাতার সেই অসদ্বাক্য এখনও হৃদয়ে ধারণ করিতেছে, তাহাতেই ইহার এরূপ নির্ব্বন্ধ। অনন্তর দেবর্ষি প্রকাশ করিয়া ধ্রুবকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, বৎস! এখন তুমি বালক, ক্রীড়াদিতে আসক্ত, এখন তোমার সম্মান বা অবমান কিছুই ত আমাদের লক্ষ্য হয় না ॥ ২৪ ॥

আর যদি তোমার মানাপমানের বিবেচনা হইয়া থাকে তথাপি মোহ ভিন্ন অসন্তোষের অন্য কারণ দেখিতে পাই না, যে হেতু, লোকে সুখ অথবা দুঃখ যে কিছু হয়, কর্ম্মই তাহার বীজ ॥ ২৫ ॥

পরিতুষ্যেত্ততস্তাত তাবন্মাত্রেণ পূরুষঃ। দৈবোপসাদিতং যাবদ্বীক্ষ্যেশ্বরগতিং বুধঃ ॥ ২৬ ॥
অথ মাত্রোপদিষ্টেন যোগেনাবরুরুৎসসি। যৎপ্রসাদং স বৈ পুংসাং দুরারাধ্যো মতোমম ॥ ২৭
মুনয়ঃ পদবীং যস্য নিঃসঙ্গেনোরু জন্মভিঃ। ন বিদুর্মৃগয়ন্তোপি তীব্রযোগসমাধিনা ॥ ২৮ ॥
অতোনিবর্ত্ততামেষ নির্ব্বন্ধস্তব নিষ্ফলঃ। যতিষ্যতি ভবান্ কালে শ্রেয়সাং সমুপস্থিতে ॥ ২৯ ॥
যস্য যদ্দৈববিহিতং স তেন সুখদুঃখয়োঃ। আত্মানং তোষয়ন্ দেহী তমসঃ পারমৃচ্ছতি ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

উপশমোপদেশেন নিবর্ত্তয়তি পরিতুষ্যেদিতি ষড়্ভিঃ। ঈশ্বরগতিং বীক্ষ্য ঈশ্বরানুকূল্যং বিনা নোদ্যমাঃ ফলহেতব ইতি জ্ঞাত্বা ॥ ২৬ ॥

দুষ্করশ্চ তবায়মুদ্যম ইত্যাহ অথেতি দ্বাভ্যাং। যস্য প্রসাদমেব রোদ্ধুং প্রাপ্তুমিচ্ছসি ॥ ২৭ ॥

নিঃ সঙ্গেন তীব্রযোগযুক্তেন সমাধিনা মৃগয়ন্তোপি যস্য পদবীং মার্গং নবিদুঃ সদেবো দুরারাধ্য ইতি পূর্ব্বৈরেবান্বয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

শ্রেয়সাং কালে বৃদ্ধত্বে ॥ ২৯ ॥

সুখদুঃখয়োর্মধ্যে সুখে সতি পুণ্যং ক্ষীয়তে দুঃখে সতি পাপং ক্ষীয়ত ইত্যাত্মানং তোষয়ন্ তমসঃ পারং মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥৩০

ক্রমসন্দর্ভঃ।

যত্র ফলপ্রাপকং দৈবং তত্রৈবেশ্বরানুকূল্যং ভবতীতি দৈবোপসাদিতেনৈব পরিতুষ্যেদিতি ভাবঃ। দৈবমীশ্বরোবা ॥২৬।২৭।২৮

অত ইতি। বাস্তবার্থে। নির্নিশ্চিতং ফলং যত্র তথাভূতএব সন্নিবর্ত্ততাং। কালে প্রাপ্তাবসর এবাস্মিন্। যতিষ্যতীতি বর্ত্তমানসামীপ্যে ॥ ২৯ ॥ যস্যেতি। নিষ্কাম কর্ম্মাপ্যত্রাধিকারী ॥ ৩০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

যস্মাদেবং তস্মাদ্দৈবেন প্রাচীন নিজকর্ম্মণা উপসাদিতং প্রাপিতং যাবৎ যৎ প্রমাণকং সুখং দুঃখং বা তাবন্মাত্রেণ পরিতুষ্যেৎ। বিবেকেন স্বোপার্জ্জিত বুদ্ধ্যেতি ভাবঃ। তচ্চ ঈশ্বরগতিং বীক্ষ্য ঈশ্বরপ্রেরিতমেব কর্ম্ম ফলতীতি জ্ঞাত্বেত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

তব তু প্রারিপ্সিতোহয়মুদ্যমোহতি কঠিন ইত্যাহ অথেতি। অবরোদ্ধুং প্রাপ্তুমিচ্ছসি ॥ ২৭। ২৮ ॥

শ্রেয়সাং কালে বয়সোবৃদ্ধত্বে ॥ ২৯ ॥

সুখ দুঃখয়োর্মধ্যে তেন সুখেন দুঃখেন বা তোষয়ন্ সুখে সতি পুণ্যং ক্ষীয়তে দুঃখে সতি পাপং ক্ষীয়তে ইতি বুদ্ধ্যেত্যর্থঃ। তমসঃ সংসারাৎ ॥ ৩০ ॥

অতএব হে তাত! ঈশ্বরের গতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অর্থাৎ ঈশ্বরানুকূল্য ব্যতিরেকে কোন উদ্যম ফলদ হয় না, ইহা বিবেচনা করিয়া দৈববশতঃ যাহা উপস্থিত হয় তাবন্মাত্রেই পরিতুষ্ট হওয়া উচিত ॥২৬

বৎস! তোমার এ উদ্যম অতি দুষ্কর, তুমি আপন জননীর উপদিষ্ট যোগ দ্বারা যাঁহার প্রসাদ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিতেছ, তিনি পুরুষ মাত্রের অতিশয় দুরারাধ্য ॥ ২৭ ॥

মুনিগণ নিঃসঙ্গ এবং তীব্র যোগ দ্বারা অনুসন্ধান করিয়াও বহু জন্মে তাঁহার বর্ত্ম জানিতে পারেন না ॥ ২৮ ॥

এই কারণে তাঁহার আরাধনা অতি কঠিন, অতএব তুমি এই নিষ্ফল আগ্রহ পরিত্যাগ কর, যখন তোমার নিঃশ্রেয়সের কাল অর্থাৎ বৃদ্ধত্ব উপস্থিত হইবে তখন এ বিষয়ের নিমিত্ত যত্ন করিও ॥ ২৯

বৎস! যাহার প্রতি দৈব যাহা বিধান করিয়াছেন সে ব্যক্তির তাহাতেই আপনাকে সন্তুষ্ট রাখা উচিত হয়, অর্থাৎ অদৃষ্ট বশতঃ সুখ উপস্থিত হইলে মনে করা উচিত, আমার পুণ্য ক্ষয় হইতেছে, দুঃখ উপস্থিত হইলে এই মনে করিতে হয়, আমার পাপ ক্ষয় হইতেছে এই প্রকার বিবেচনা করিয়া আত্মাতে সন্তোষ জন্মাইবে এই রূপ করিলেই দেহী মোক্ষ প্রাপ্ত হয় ॥ ৩০ ॥

গুণাধিকান্মুদং লিপ্সেদনুক্রোশং গুণাধমাৎ। মৈত্রীং সমান্মদন্বিচ্ছেন্নতাপৈরভিভূয়তে।

শ্রীধ্রুব উবাচ ॥

সোঽয়ং শমো ভগবতা সুখদুঃখহতাত্মনাং। দর্শিতঃ কৃপয়া পুংসাং দুর্দ্দর্শোঽস্মদ্বিধৈস্তু যঃ ॥ ৩১ ॥

অথাপিহ মে বিনীতস্য ক্ষাত্রং ঘোরমুপেয়ুষঃ। সুরুচ্যা দুর্ব্বচো বাণৈর্নভিন্নে শ্রয়তে হৃদি ॥ ৩২ ॥

পদং ত্রিভুবনোৎকৃষ্টং জিগীষোঃ সাধু বর্ত্ম মে। ব্রূহ্যস্মৎ পিতৃভির্ব্রহ্মন্নন্যৈরপ্যনধিষ্ঠিতং ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কিঞ্চ গুণৈরধিকাৎ পুংস ইতি ল্যব্লোপে পঞ্চমী। তং দৃষ্ট্বা প্রীতিং কুর্য্যাৎ নত্বসূয়ামিত্যর্থঃ। অনুক্রোশং কৃপাং লিপ্সেৎ নতু তিরস্কারং সমানাৎ মৈত্রীং নতু স্পর্দ্ধাং ॥ ৩১ ॥

ক্ষাত্রং স্বভাবং প্রাপ্তবতঃ। অতএবাবিনীতস্য দুর্ব্বাক্যবাণৈর্ভিন্নে হৃদি ন শ্রয়তে ন তিষ্ঠতি ॥ ৩২ ॥

অন্যৈরনধিষ্ঠিতং ত্রিভুবনে উৎকৃষ্টং পদং জেতুমিচ্ছোর্মে সাধু বর্ত্ম মার্গং ব্রূহি ॥ ৩৩ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

অস্মদ্বিধৈর্যো দুর্দর্শঃ সোপি যদ্যপি কৃপয়া দর্শিতঃ ॥ ৩১ ॥

অথাপি তথাপি ॥ ৩২। ৩৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কিঞ্চ গুণাধিকাৎ গুণাধিকং প্রাপ্যেতি ল্যব্লোপে পঞ্চমী মুদং লব্ধুমিচ্ছেৎ নত্বসূয়াং। অনুক্রোশং কৃপাং নত্ববজ্ঞাং মৈত্রীং নতু স্পর্দ্ধাং লিপ্সেদিতি যদি স্ব স্বভাবদোষান্নলভেৎ তদপি লব্ধুং কাময়েতাপীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩১ ॥

ত্বয়া যদ্যপ্যনধিকারিণেপি মহ্যং কৃপয়েদমুপশমামৃতং দত্তং। অথাপি ক্ষাত্রং স্বভাবং প্রাপ্তবতো মম হৃদি ভিন্নে বিদীর্ণ মৃদ্ভাজন ইব ন শ্রয়তে নতিষ্ঠতীতি ব্যাজস্তুত্যা শৌর্য্যহীনান্ দুর্ব্বলান্ ব্রাহ্মণানেবৈতদুপশমামৃতং পায়য়। মমতু মহাঘোর শৌর্য্যবতঃ ক্ষত্রিয়কুমারস্য নাত্র দৃষ্টিরপি পততীতি ব্যঞ্জিতং ॥ ৩২ ॥

তর্হি ত্বং কিমিচ্ছসীত্যত আহ পদমিতি ত্রিভুবনোৎকৃষ্টত্বেপি অস্মৎ পিতৃভিরিতি যো মামবমন্যতেস্ম তেন সুরুচেঃ পত্ন্যা উত্তানপাদেন তৎপিত্রা মনুনা তৎ পিত্রা ব্রহ্মণাপি অন্যৈরপি ব্রহ্মণঃ পুত্রপৌত্রাদিভিঃ অনধিষ্ঠিতমপ্রাপ্তং পদং জিগীষোঃ স্বীচিকীর্ষোর্বর্ত্ম ব্রূহীতি ত্বং তাবদ্বর্ত্মমাত্রমুপদিশন্নচিরেণৈব তদ্বিজয়ে কিঞ্চন শৌর্য্যং মে পশ্যেতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

অপর যে ব্যক্তি গুণাধিক পুরুষকে দেখিয়া প্রীতি করে কদাচ অসূয়া করে না এবং গুণাধম ব্যক্তির প্রতি দয়া করে, তাহাকে তিরস্কার বা অপমান করে না এবং সমান লোকের সহিত মিত্রতা করে, স্পর্দ্ধা করে না, তাহাকে কখন সন্তাপে অভিভূত হইতে হয় না। দেবর্ষি নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধ্রুব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, প্রভো! সুখ দুঃখে হতাত্ম পুরুষদিগের এই যে শম আপনি কৃপা করিয়া প্রদর্শন করাইলেন ইহা আমার তুল্য ব্যক্তিদের দুর্দ্দর্শ, সত্য ॥ ৩১ ॥

কিন্তু আমি ক্ষত্রিয় স্বভাব প্রাপ্ত হওয়াতে দুর্ব্বিনীত হইয়াছি এবং সুরুচির দুর্ব্বাক্য রূপ বাণ দ্বারা আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, সেই বিদীর্ণ হৃদয়ে ইহা স্থান প্রাপ্ত হইতেছে না ॥ ৩২ ॥

প্রভো! আমার পিতৃগণ এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা যে পদে কখন অধিষ্ঠান করেন নাই এবং যাহা ত্রিভুবন মধ্যে উৎকৃষ্ট, আমি সেই পদ জয় করিতে ইচ্ছা করি, তদ্বিষয়ের যাহা উত্তম বর্ত্ম, তাহা বলিয়া দিউন ॥ ৩৩ ॥

নূনং ভবান্ ভগবতো যোঽঙ্গজঃ পরমেষ্ঠিনঃ। বিনুদন্নটতে বীণাং হিতায় জগতোঽর্কবৎ।
শ্রীমৈত্রেয় উবাচ॥
ইত্যুদাহৃতমাকর্ণ্য ভগবান্নারদস্তদা। প্রীতঃ প্রত্যাহ তং বালং সদ্বাক্যমনুকম্পয়া॥ ৩৪॥
শ্রীনারদ উবাচ॥
জনন্যাভিহিতঃ পন্থাঃ স বৈ নিঃশ্রেয়সস্য তে। ভগবান্ বাসুদেবস্ত্বং ভজ তং প্রবণাত্মনা।
ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাখ্যং য ইচ্ছেচ্ছ্রেয় আত্মনঃ। একং হ্যেব হরেস্তত্র কারণং পাদসেবনং॥ ৩৫॥
তত্তাত গচ্ছ ভদ্রং তে যমুনায়াস্তটং শুচি। পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ॥ ৩৬॥

শ্রীধরস্বামী।

অঙ্কজ ইতি পাঠে উৎসঙ্গাজ্জাতো যো নারদঃ স ভবান্ তত্র লিঙ্গং বিনুদন্ বাদয়ন্ হিতায়াটতি॥ ৩৪॥
নিঃশ্রেয়সস্য অভিপ্রেতার্থস্য পন্থাঃ কোসাবিত্যত আহ। ভগবান্ বাসুদেব এব অতস্তং ভজ॥ ৩৫॥
মধুবনাখ্যং তটং গচ্ছ যত্র মধুবনে অধ্যয়নাদ্যভবেপি॥ ৩৬॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

ভবান্ পরমেষ্ঠিনোঽঙ্গজোপি অঙ্কজ ইতি পাঠ উৎসঙ্গাজ্জাতোপি যদ্বীণাং বিনুদন্নটতি তন্নূনং জগত এব হিতায়েতি॥ ৩৪॥
অত্র শ্রীমৈত্রেয় উবাচেতি ক্বচিৎ ইতীতি। সনির্ব্বন্ধং স্বস্মিন্ বিশ্বাসযুক্তং। সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধন সাধ্যলিপ্সাযুক্তঞ্চ। অতএব প্রীতঃ॥ ৩৫॥
অতিশয় কৃপয়া সুখারাধ্যত্বোপায়মুপদিশতি। তত্তাতেতি তাতেত্যনুকম্পায়াং বিঘ্নবিঘাতায় শুভাশীর্ব্বাদঃ ভদ্রং ত ইতি নিত্যদা স্বভাবতএব। নত্বধ্যয়নাদি সাধনবশাৎ॥ ৩৬॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

মমায়ন্তু মনোরথঃ সেৎস্যত্যেবেত্যত্র গৃহান্নিষ্ক্রম্য তএব ভবদ্দর্শনমেব লিঙ্গমিত্যাহ নূনমিতি। অঙ্কাদুৎসঙ্গাদাবির্ভূতো লোকহিতায় ভগবদবতারএব ত্বং ন কস্যাপি পুত্র ইতি ভাবঃ। অঙ্গজ ইতি পাঠে ভবান্ পরমেষ্ঠিনোঽঙ্গজোপি যদ্বীণাং বিনুদন্নটতি তজ্জগতো হিতায়ৈব॥ ৩৪। ৩৫॥
তব জনন্যা যদভিহিতং তদেব মদভিহিতং। ইমঞ্চ বিশেষমুপদিশামীত্যাহ তত্তাতেতি। মধুবনমিতি সর্ব্বেষু সিদ্ধক্ষেত্রেষু তস্যৈব মুখ্যত্বাৎ॥ ৩৬॥

আপনি ভগবান্ ব্রহ্মার অঙ্গজ, দিবাকরের ন্যায় জগতের হিতার্থ বীণা বাদ্য করিতে করিতে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া থাকেন। মৈত্রেয় কহিলেন বিদুর! ধ্রুবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি নারদ পরম প্রীত হইলেন এবং অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া তাঁহাকে এই সদ্বাক্য বলিলেন॥ ৩৪॥

নারদ কহিলেন বৎস! তোমার জননী যাহা বলিয়াছেন তাহাই তোমার অভিপ্রেতার্থ সিদ্ধির পথ। সেই পথই ভগবান্ বাসুদেব, তুমি ভক্তিভাবে তাঁহারই ভজনা কর। হে তাত! যে ব্যক্তি ধর্ম্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষ রূপ আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তাঁহার ঐ বিষয়ে এক হরিচরণ সেবনই কারণ, অর্থাৎ ভগবচ্চরণারবিন্দ সেবা করিলেই ঐ বাসনা পূর্ণ হয়॥ ৩৫॥

অতএব হে তাত! যমুনার পবিত্র তটে মধুবন নামে যে পুণ্যতম বন আছে, যে খানে অধ্যয়নাদির অভাবেও ভগবান্ হরি নিত্য সন্নিহিত আছেন, তথায় গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক॥ ৩৬॥

স্নাত্বানুসবনং তস্মিন্ কালিন্দ্যাঃ সলিলে শিবে। কৃত্বোচিতানি নিবসন্নাত্মনঃ কল্পিতাসনঃ ॥ ৩৭ ॥
প্রাণায়ামেন ত্রিবৃতা প্রাণেন্দ্রিয় মনোমলং। শনৈ র্ব্যুদস্যাভিধ্যায়েন্মনসা গুরুণা গুরুং ॥ ৩৮ ॥
প্রসাদাভিমুখং শশ্বৎ প্রসন্ন বদনেক্ষণং। সুনসং সুভ্রুবং চারু কপোলং সুরসুন্দরং ॥ ৩৯ ॥
তরুণং রমণীয়াঙ্গমরুণৌষ্ঠেক্ষণাধরং। প্রণতাশ্রয়ণং নৃম্নং শরণ্যং করুণার্ণবং ॥ ৪০ ॥
শ্রীবৎসাঙ্কং ঘনশ্যামং পুরুষং বনমালিনং। শঙ্খ চক্র গদা পদ্মৈরভিব্যক্তং চতুর্ভুজং ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

আত্মন উচিতানি যোগ্যানি দেবতানমস্কারাদীনি কৃত্বেতি যম নিয়মা উক্তাঃ। আসন কল্পনঞ্চ কুশাদিভিঃ স্বস্তিকাদিভিশ্চ ॥ ৩৭ প্রাণেন্দ্রিয় মনসাং মলং চাঞ্চল্যং ব্যুদস্যেতি প্রাণায়াম প্রত্যাহারৌ ধারণামাহ অভিধ্যায়েত্যাদি ষড়্ভিঃ। গুরুণা ধীরেণ মনসা গুরুং শ্রীহরিং ॥ ৩৮ ॥

সুরেষু সুন্দরং ॥ ৩৯ ॥

রমণীয়ান্যঙ্গানি যস্য ওষ্ঠশ্চ ঈক্ষণাচ ঈক্ষণং ওষ্ঠেক্ষণে অরুণে ওষ্ঠেক্ষণে ধারয়তীতি তথা তং অরুণং ওষ্ঠমীক্ষণঞ্চ ধারয়তীতি বা। নৃম্নং সুখকরং যদ্বা নৃম্নং ধনং সর্ব্বপুরুষার্থনিধিমিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

পুরুষং পুরুষলক্ষণযুক্তং ॥ ৪১ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

স্নাত্বেত্যাষ্টকং ॥ ৩৭ ॥

গুরুণামিতি চিৎসুখঃ হ্রস্বশ্ছান্দসঃ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

ওষ্ঠমুপরি অধস্ত্বধরস্তাৎ নৃম্নামিতি ছান্দসং ॥ ৪০ ॥

পুরুষং পুরুষস্য ভগবতো লক্ষণে- নান্বিতমিত্যর্থঃ। শঙ্খাদিভিঃ সর্ব্বত্র বিখ্যাতাশ্চত্বারো ভুজা যস্য তং ॥ ৪১। ৪২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

অধ্যয়নাদ্যভাবেপ্যাত্মন উচিতানি যোগ্যানি দেবতা নমস্কারাদীনি ॥ ৩৭ ॥

ত্রিবৃতা রেচক পূরক কুম্ভকাত্মকেন গুরুণা বিশুদ্ধত্বাৎ শ্রেষ্ঠেন ॥ ৩৮ ॥

সুরেভ্যোপি সুন্দরং ॥ ৩৯ ॥

ঊপর্য্যধঃ স্থিতৌ দন্তচ্ছদাবোষ্ঠাধরাবুচ্যেতে প্রণতানাং আশ্রয়ণং নৃম্নং তেষাং ধনরূপং ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥

বৎস! সে খানে গিয়া কালিন্দীর পুণ্য সলিলে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিবে এবং আপনার কর্ত্তব্য দেব নমস্কারাদি কর্ম্ম করিয়া কুশাদি ও স্বস্তিকাদি দ্বারা আসন বিরচন পূর্ব্বক উপবেশন করিবে ॥ ৩৭ ॥

পরে রেচক পূরক কুম্ভক রূপ ত্রিবিৎ প্রাণায়াম করিয়া তদ্দ্বারা প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মনের চাঞ্চল্য নিবারণ করিয়া স্থির মনে পরম গুরু ভগবান্ হরির ধ্যান করিও ॥ ৩৮ ॥

বৎস! ভগবান্ হরি দেবগণ মধ্যে পরম সুন্দর, তাঁহার নাসিকা এবং ভ্রূ যুগল পরম রমণীয়, কপোল মনোহর, বদন ও নয়ন সর্ব্বদাই প্রসন্ন, তাঁহাকে দর্শন করিলে বোধ হয় যেন প্রসন্ন হইবার নিমিত্ত অভিমুখ হইতেছেন ॥ ৩৯ ॥

তাঁহার অঙ্গ সকল রমণীয়, ওষ্ঠ এবং চক্ষুঃ অরুণ বর্ণ। তিনি স্বয়ং তরুণ, প্রণত জনের আশ্রয় দাতা, সকলের সুখ কর, শরণাগত রক্ষক এবং দয়ার সাগর ॥ ৪০ ॥

আর তিনি শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, ঘনশ্যাম, পুরুষলক্ষণ যুক্ত, বনমালাধারী এবং তাঁহার বাহু চতুষ্টয় শঙ্খ চক্র গদা পদ্মে সর্ব্বদা শোভমান ॥ ৪১ ॥

কিরীটিনং কুণ্ডলিনং কেয়ূর বলয়ান্বিতং। কৌস্তুভাভরণগ্রীবং পীতকৌশেয়বাসসং ॥ ৪২ ॥
কাঞ্চীকলাপপর্য্যস্তং লসৎ কাঞ্চন নূপুরং। দর্শনীয়তমং শান্তং মনোনয়নবর্দ্ধনং ॥ ৪৩ ॥
পদ্ভ্যাং নখমণিশ্রেণ্যা বিলসদ্ভ্যাং সমর্চ্চতাং। হৃৎপদ্মকর্ণিকাধিষ্ণ্যমাক্রম্যাত্মন্যবস্থিতং ॥ ৪৪ ॥
স্ময়মানমভিধ্যায়েৎ সানুরাগাবলোকনং। নিয়তে নৈকভূতেন মনসা বরদর্ষভং ॥ ৪৫ ॥
এবং ভগবতো রূপং সুভদ্রং ধ্যায়তো মনঃ। নির্ব্বৃত্ত্যা পরয়া তূর্ণং সম্পন্নং ন নিবর্ত্ততে ॥ ৪৬ ॥
জপশ্চ পরমো গুহ্যঃ শ্রূয়তাং মে নৃপাত্মজ। যং সপ্তরাত্রং প্রপঠন্ পুমান্ পশ্যতি খেচরান্।

শ্রীধরস্বামী।

কৌস্তুভস্যাভরণং গ্রীবা যস্য ॥ ৪২ ॥
কাঞ্চীকলাপেন পর্য্যন্তং পরিবেষ্টিতং মনো নয়নয়োর্বর্দ্ধনং হর্ষকরং ॥ ৪৩ ॥
হৃৎপদ্ম কর্ণিকায়া ধিষ্ণ্যং মধ্যস্থানং তদাক্রম্য সমর্চ্চতামাত্মনি মনসি স্থিতং ॥ ৪৪ ॥
ধ্যানমাহ স্ময়মানমিতি। নিয়তেন প্রাগুক্তয়া ধারণয়া সুস্থিরেণ অতএব একভূতেন একাগ্রেণ ধারণোক্তানি বিশেষণানি ধ্যানেপি দ্রষ্টব্যানি। যদ্বা যথোক্তমাত্রমেব। তদুক্তমেকাদশস্কন্ধে। নান্যানি চিন্তয়েদ্ভূয়ঃ সুস্মিতং ভাবয়েন্মুখমিতি ॥ ৪৫ ॥
সমাধিমাহ এবমিতি। তূর্ণং শীঘ্রং সম্পন্নং সৎ ॥ ৪৬ ॥
জপোমন্ত্রঃ ॥ ৪৭ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

কলাপন্যস্তমিতি চিৎসুখঃ ॥ ৪৩ ॥ আত্মন্যবস্থিতং মনসি স্ফুরন্তং ॥ ৪৪ ॥ অভিধ্যায়েত্তত্তদ্বৈশিষ্ট্যেন চিন্তয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥
ননিবর্ত্ততে ধ্যেয়ং নত্যজতি ॥ ৪৬ ॥
প্রপঠন্ বাচিকমপি জপন্ কিমুতোপাংশু মানসং বা খেচরান্ পার্ষদান্ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

কৌস্তুভস্যাভরণং গ্রীবা যস্য ॥ ৪২ ॥ কাঞ্চীকলাপেন ক্ষুদ্রঘণ্টিকা সমূহেন। পর্য্যন্তং পরিবেষ্টিতং ॥ ৪৩ ॥
সমর্চ্চতাং ভক্তানাং ধিষ্ণ্যং স্থানং। আত্মনি বুদ্ধৌ জীবেচ। ৪৪ ॥
নিয়তেনাসক্তেন এক ভূতেন একাগ্রেণ ॥ ৪৫ ॥
ন নিবর্ত্ততে যোগিনো মনইবং ধ্যেয়ং ন ত্যজতি ॥ ৪৬ ॥
জপ্যোমন্ত্রঃ শ্রূয়তাং দক্ষিণঃ কর্ণ আধীয়তামুপদিশামীত্যর্থঃ। প্রপঠন্ বাচিকমপি জপন্ কিমুতো পাংশু মানসং বা।

তাঁহার মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, হস্তে কেয়ূর ও বলয়, গলদেশে কৌস্তুভ মণি এবং পরিধান পীত কৌশেয় বসন ॥ ৪২ ॥

শ্রোণিদেশ কাঞ্চি সমূহে পরিবেষ্টিত, চরণে কাঞ্চন নূপুর দেদীপ্যমান, তিনি অতিশয় দর্শনীয় এবং মনঃ ও নয়নের হর্ষকারী ॥ ৪৩ ॥

বৎস! যে সকল ব্যক্তি তাঁহার অর্চ্চনা করে,নখ রূপ মণি শ্রেণীতে দেদীপ্যমান চরণদ্বয় দ্বারা তিনি তাঁহাদের হৃৎপদ্মের কর্ণিকার স্থান আক্রমণ করিয়া মনোমধ্যে স্থিতি করেন ॥ ৪৪ ॥

বৎস! তদনন্তর পূর্ব্বোক্ত ধারণা দ্বারা সুস্থির এবং একাগ্র মনে বরদ শ্রেষ্ঠ সেই ভগবান্‌কে ঈষৎ হাস্যযুক্ত এবং অনুরাগ সহিত দর্শন কারির ন্যায় ধ্যান করিও ॥ ৪৫ ॥

হে তাত! এই রূপে ভগবানের সুমঙ্গল রূপ ধ্যান করিলে তোমার মনঃ অচিরেই পরা নির্বৃতি সম্পন্ন হইবে, আর তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে না ॥ ৪৬ ॥

হে নৃপনন্দন! পরম গুহ্য যে মন্ত্র, তাহাও তোমাকে বলি শ্রবণ কর। সেই মন্ত্রের এ রূপ

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

মন্ত্রেণানেন দেবস্য কুর্য্যাদ্দ্রব্যময়ীং বুধঃ। সপর্য্যাং বিবিধৈ র্দ্রব্যৈর্দ্দেশকালবিভাগবিৎ ॥ ৪৭ ॥
সলিলৈঃ শুচিভির্মাল্যৈ র্বন্যৈ র্মূলফলাদিভিঃ। শস্তাঙ্কুরাংশুকৈশ্চার্চ্চেত্তুলস্যা প্রিয়া প্রভুং ॥ ৪৮
লব্ধ্বা দ্রব্যময়ীমর্চ্চাং ক্ষিত্যম্বাদিষু চার্চ্চয়েৎ ॥ ৪৯ ॥
আভৃতাত্মা মুনিঃ শান্তো যতবাঙ্মিতবন্যভুক্ ॥ ৫০ ॥
স্বেচ্ছাবতারচরিতৈরচিতং নিজমায়য়া। করিষ্যত্যুত্তমঃশ্লোকস্তদ্ধ্যায়েদ্ধৃদয়ঙ্গতং ॥ ৫১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

দ্রব্যাণ্যেবাহ সলিলৈরিতি। শস্তৈর্দূর্ব্বাঙ্কুরৈঃ। বন্যৈরেবাংশুকৈঃ ভূর্জ্জত্বগাদিভিঃ ॥ ৪৮ ॥
অধিষ্ঠানমাহ লব্ধ্বা সংপাদ্য। দ্রব্যময়ীং শিলাদিভি র্নির্ম্মিতাং ॥ ৪৯ ॥
পূজা সাদগুণ্যহেতূনাহ সার্দ্ধাভ্যাং। আভৃতাত্মা ধৃতচিত্তঃ মিতং বন্যং ভুঙ্‌ক্তে ইতি তথা ॥ ৫০ ॥
যৎ করিষ্যতীতি তদানীমবতার প্রাচুর্য্যাভাবাৎ ॥ ৫১ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

অথ দক্ষিণকর্ণে রহ উপদিশতি। ওমিতি। অনেনানুপনীতায় ধ্রুবায় সপ্রণব মহামন্ত্রোপদেশেন বৈষ্ণবমন্ত্রাণাং দ্বিজত্বাদ্যবস্থাপেক্ষা পরিহৃতা ॥ ৪৭। ৪৮ ॥
লব্ধ্বেত্যর্দ্ধকং অর্চ্চাং শ্রীমৎপ্রতিমাং ॥ ৪৯ ॥
আভৃতেতি সার্দ্ধকং। আহৃতেতি চিৎসুখঃ শান্তো মিতবন্যফলাদিভুগিতি চিৎসুখঃ ॥ ৫০। ৫১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

খেচরান্ পার্ষদান্ ওমিতি অনেনানুপনীতায় সপ্রণব মহামন্ত্রোপদেশেন বৈষ্ণবমন্ত্রাণাং দ্বিজত্বাদ্যবস্থাপেক্ষাপরিহৃতা ॥ ৪৭ ॥
বন্যৈরেবাংশুকৈ ভূর্জ্জত্বগাদিভিঃ ॥ ৪৮ ॥
দ্রব্যময়ীং শিলাদিনির্ম্মিতামর্চ্চাং প্রতিমাং প্রাপ্য তামর্চ্চয়েৎ। পুনঃ ক্ষিত্যম্বরাদিষ্বপি ॥ ৪৯ ॥
আভৃতাত্মা সম্যগ্‌ধৃত চিত্তঃ। যৎ করিষ্যতীতি তদানীমবতারপ্রাচুর্য্যাভাবাৎ ॥ ৫০। ৫১ ॥

মাহাত্ম্য যে, সপ্তরাত্র পাঠ করিলে তৎ প্রভাবে পুরুষ খেচরদিগকে দেখিতে পায়। সেই মন্ত্র এই "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" বৎস ধ্রুব! দেশকালের বিভাগজ্ঞ সাধক ব্যক্তি এই মন্ত্রদ্বারা বিবিধ দ্রব্য প্রদান পূর্ব্বক ভগবানের দ্রব্যময়ী পূজা করিবে ॥ ৪৭ ॥

অর্থাৎ পবিত্র জল, মাল্য, বন্য ফল মূল, প্রশস্ত দূর্ব্বাঙ্কুর এবং বন্য বসন অর্থাৎ ভূর্জ্জত্বক্ ইত্যাদি, তথা প্রেয়সী তুলসী এই সকল দ্রব্য দ্বারা অর্চ্চনা করিবে ॥ ৪৮ ॥

যদি দ্রব্যময়ী অর্চ্চা অর্থাৎ শিলাদি নির্ম্মিতা প্রতিমা প্রাপ্ত হয় তাহাতেই পূজা করিবে, অভাবতঃ মৃত্তিকা জলাদিতেও অর্চ্চনা করিবে ॥ ৪৯ ॥

কিন্তু অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত অর্চ্চককে ধৃতচিত্ত, মননশীল, শান্ত, যতবাক্ এবং পরিমিত অথচ বন্য ফল মূলাহারী হইতে হইবে। ৫০ ॥

তদনন্তর উত্তমঃশ্লোক ভগবান্ স্বেচ্ছাবতারের চরিত্র দ্বারা নিজ মায়া দ্বারা রচনা পূর্ব্বক যাহা যাহা করিবেন তাহা হৃদদের মধ্যে কল্পনা করিয়া চিন্তা করিবে ॥ ৫১ ॥

পরিচর্য্যা ভগবতো যাবত্যঃ পূর্ব্বসেবিতাঃ। তা মন্ত্রহৃদয়েনৈব প্রযুঞ্জ্যান্মন্ত্রমূর্ত্তয়ে ॥ ৫২ ॥
এবং কায়েন মনসা বচসাচ মনোগতং। পরিচর্য্যমাণো ভগবান্ ভক্তিমৎ পরিচর্য্যয়া।
পুংসামমায়িনাং সম্যগ্ভজতাং ভাববর্দ্ধনঃ। শ্রেয়ো দিশত্যভিমতং যদ্ধর্ম্মাদিষু দেহিনাং ॥ ৫৩ ॥
বিরক্তশ্চেন্দ্রিয়রতৌ ভক্তিযোগেন ভূয়সা। তং নিরন্তর ভাবেন ভজেতাদ্ধা বিমুক্তয়ে ॥ ৫৪ ॥
ইত্যুক্তস্তং পরিক্রম্য প্রণম্যচ নৃপার্ভকঃ। যযৌ মধুবনং পুণ্যং হরেশ্চরণচর্চ্চিতং ॥ ৫৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

পূর্ব্বসেবিতাঃ সেবনং কারিতাঃ কার্য্যত্বেন বিহিতা ইত্যর্থঃ। মন্ত্রহৃদয়েন দ্বাদশাক্ষরেণ ॥ ৫২ ॥

এবমুক্তরীত্যা মনোগতং যথা ভবতি তথা কামাদিভি র্ভক্তিমৎ পরিচর্য্যয়া ভক্তিমত্যা পরিচর্য্যয়া পরিচর্য্যমাণঃ ধর্ম্মার্থ কামেষু যুষ্মদভিমতং তৎ শ্রেয়ো দিশতীতি দ্বয়োরন্বয়ঃ ॥ ৫৩ ॥

বিরক্তঃ সন্ ভজেত কিমর্থং বিমুক্তয়ে ॥ ৫৪ ॥

হরেশ্চরণাভ্যাং চর্চ্চিতং মণ্ডিতং ॥ ৫৫ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

পূর্ব্বসেবিতা ইতি সেবনমাত্রানুশীলনং তচ্চাত্র শ্রবণং ততোণিচ্ প্রয়োগাৎ পূর্ব্বং সলিলৈরিত্যাদিনা শ্রাবিতা ইত্যর্থঃ পূর্ব্বৈঃ সেবিতাঃ সদাচারলব্ধা ইতি বা ॥ ৫২ ॥

এবমিতি যুগ্মকং। ত্রিবর্গ মাত্রস্যাপি দানে কারণমাহ। ভাববর্দ্ধন ইতি। তত্তদুপকারেণ স্বস্মিন্ ভক্তিং বর্দ্ধয়তীতি ॥ ৫৩ ॥

অতস্তেভ্যো বিরক্তো ভজেৎ। কিমর্থং বিশিষ্টা মুক্তি র্ভক্তিস্তদর্থং ॥ ৫৪। ৫৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

পূর্ব্বসেবিতাঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভক্তৈরনুষ্ঠিতাস্তা পরিচর্য্যাঃ গন্ধচন্দন তাম্বূল ছত্র চামরাদি বিবিধ দ্রব্যবতী র্মন্ত্রহৃদয়েনৈব মূল মন্ত্রোচ্চারণেনৈব মনসা প্রকল্প্যানীতৈরেবোপচারৈরিত্যর্থঃ। বিরক্তস্য প্রস্তুত তত্তদ্বস্তুভাবাদিতি ভাবঃ। মন্ত্রমূর্ত্তয়ে মন্ত্রৈ কৈব ধ্যাতা মূর্ত্তি র্যস্য তস্মৈ তং প্রসাদয়িতুং প্রযুঞ্জ্যাৎ বিদধীত ॥ ৫২ ॥

এবমুক্ত রীত্যা মনোগতং যথাস্যাত্তথা কায়াদিভির্ভক্তিমত্যা শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তিযুক্তয়া পরিচর্য্যয়া। ধর্ম্মাদিষু মধ্যে যদভিমতং তৎ দিশতি দদাতি ॥ ৫৩ ॥

যস্তু ইন্দ্রিয়রতৌ ইন্দ্রিয়রমণে ত্রিবর্গে বিরক্তঃ চকারান্মোক্ষেপি সচ নিরন্তরো জ্ঞান কর্ম্মাদি ব্যবধান শূন্যো ভাবো দাস্যাদি র্যত্র তেন। বিশিষ্টমুক্তয়ে প্রেমবৎ পার্ষদত্বায় ॥ ৫৪ ॥

হরেঃ প্রতিকল্পমাবির্ভাবাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য চরণাভ্যাং চর্চ্চিতং ॥ ৫৫ ॥

অপর ভগবানের যত প্রকার পরিচর্য্যা পূর্ব্বে কার্য্যত্ব রূপে বিহিত হইয়াছে, উল্লিখিত দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা তৎ সমুদায় মন্ত্রমূর্ত্তি ভগবানের প্রতি প্রয়োগ করিবে ॥ ৫২ ॥

বৎস! পূর্ব্বোক্ত রীতি ক্রমে ভগবান্‌কে মনোগত করিয়া কায়মনো বাক্যে ভক্তিমতী পরিচর্য্যা দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিলে অকপট উপাসকের ভাব বর্দ্ধনকারী ভগবান্ হরি দেহধারি নরের ধর্ম্মাদির অবিরোধি যে শ্রেয়ঃ তাহা প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৫৩ ॥

কিন্তু যে ব্যক্তি সাক্ষাৎ মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁহার ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়ে বিরক্ত হইয়া সুমহদ্ভক্তি যোগ দ্বারা একান্ত ভাবে ভজনা করা আবশ্যক, অর্থাৎ তাহাতেই সাক্ষাৎ মুক্তি প্রাপ্তি হয় ॥ ৫৪ ॥

দেবর্ষি নারদ এই প্রকার উপদেশ করিলে নৃপনন্দন ধ্রুব তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া ভগবান্ হরির চরণাঙ্কিত পুণ্যতম মধুবনে গমন করিলেন ॥ ৫৫ ॥

তপোবনং গতে তস্মিন্ প্রবিষ্টোন্তঃ পুরং মুনিঃ। অর্হিতারহণো রাজ্ঞা সুখাসীন উবাচহ ॥ ৫৬ ॥
শ্রীনারদ উবাচ ॥
রাজন্ কিং ধ্যায়সে দীর্ঘং মুখেন পরিশুষ্যতা। কিম্বা ন রিষ্যতে কামো ধর্ম্মো বার্থেন সংযুতঃ ॥ ৫৭
শ্রীরাজোবাচ ॥
'সুতো মে বালকো ব্রহ্মন্ স্ত্রৈণেনাকরুণাত্মনা। নির্ব্বাসিতঃ পঞ্চবর্ষঃ সহ মাত্রা মহান্ কবিঃ ॥ ৫৮
অপ্যনাথং বনে ব্রহ্মন্ মাস্বাদন্ত্যর্ভকং বৃকাঃ। শ্রান্তং শয়ানং ক্ষুধিতং পরিম্লানমুখাম্বুজং।
অহো মে বত দৌরাত্ম্যং স্ত্রীজিতস্যোপধারয়। যোঽঙ্কং প্রেম্না রুরুক্ষন্তং নাভ্যনন্দমসত্তমঃ ॥ ৫৯
শ্রীনারদ উবাচ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অর্হিতং সংকৃত্য সমর্পিতং অর্হণমর্ঘাদি যস্মৈ ॥ ৫৬ ॥
নরিষ্যতে ন নশ্যতীতি বিতর্কঃ প্রশ্নঃ ॥ ৫৭ ॥
মাত্রা সহ নির্ব্বাসিত ইতি তস্যা অপ্যনাদৃতত্বাৎ ॥ ৫৮ ॥
মাস্বাদন্তি কিং স্বিন্নখাদন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

অর্হতো অর্হণায়েতি চিৎসুখঃ ॥ ৫৬। ৫৭। ৫৮ ॥
মাস্বাদন্তি অর্ভকং কিং খাদেয়ুরেবেত্যর্থঃ নখাদন্তীতি চিৎসুখঃ ॥ ৫৯। ৬০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

অর্হিতং সৎকৃত্য সমর্পিতমর্হণমর্ঘাদি যস্মৈ ॥ ৫৬ ॥
নরিষ্যতে ন নশ্যতি কিং বেতি সবিতর্কঃ প্রশ্নঃ ॥ ৫৭ ॥
সহ মাত্রেতি তস্যা অপ্যনাদৃতত্বাৎ ॥ ৫৮। ৫৯ ॥

ধ্রুব তপস্যার্থ বন গমন করিলে দেবর্ষি নারদ উত্তানপাদ রাজার পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় তাঁহার যথেষ্ট অভ্যর্থনা হইল। রাজা সৎকার পূর্ব্বক অর্ঘাদি দিয়া উপবেশনার্থ আসন দিলেন, দেবর্ষি সুখাসীন হইয়া রাজাকে বিমনস্ক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৫৬ ॥

রাজন্! অন্য মনস্ক কেন? কি চিন্তা করিতেছ? বদন ম্লান দেখিতেছি, অর্থ সংযুক্ত ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়াছে না কি? ॥ ৫৭ ॥

রাজা কহিলেন ব্রহ্মন্! আমি স্ত্রীজিত পুরুষ, আমার হৃদয়ে করুণার লেশমাত্র নাই, পঞ্চম বর্ষীয় সুবিদ্বান্ শিশু সন্তানকে তাহার জননীর সহিত নির্ব্বাসিত করিয়াছি ॥ ৫৮ ॥

তাহাতে এখন এই চিন্তা হইতেছে, শ্রান্তি বশতঃ সেই বালকের বদন কমল এতক্ষণ পরিম্লান হইয়া থাকিবে। সে ক্ষুধিত হইয়া অনাথের ন্যায় অরণ্য মধ্যে শয়ন করিলে বৃকাদি হিংস্র জন্তু কি ভক্ষণ করিবে না? অহো! আমি কি দুরাত্মা, প্রভো! আমি স্ত্রীপরতন্ত্র, আমার দৌরাত্ম্য বিবেচনা করুন, আমার সেই বালকটী আমাকে পিতা বলিয়া প্রেম ভাবে আমার ক্রোড়ে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, আমি এমন অসত্তম যে তাহাকে আনন্দিত করি নাই ॥ ৫৯ ॥

মা মাশুচঃ স্বতনয়ং দেবগুপ্তং বিশাম্পতে। তৎপ্রভাবমবিজ্ঞায় প্রাবৃঙ্‌ক্তে যদ্যশোজগৎ ॥ ৬০
সুদুষ্করং কর্ম্ম কৃত্বা লোকপালৈরপি প্রভুঃ। এষ্যত্যচিরতো রাজন্ যশোবিপুলয়ংস্তব।
শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ॥
ইতি দেবর্ষিণা প্রোক্তং বিশ্রুত্য জগতীপতিঃ। রাজলক্ষ্মীমনাদৃত্য পুত্রমেবান্বচিন্তয়ৎ ॥ ৬১ ॥
তত্রাভিষিক্তঃ প্রযতস্তামুপোষ্য বিভাবরীং। সমাহিতঃ পর্য্যচরদৃষ্যাদেশেন পূরুষং ॥ ৬২ ॥
ত্রিরাত্রান্তে ত্রিরাত্রান্তে কপিত্থ বদরাশনঃ। আত্মবৃত্ত্যনুসারেণ মাংসং নিন্যেঽর্চ্চয়ন্ হরিং।
দ্বিতীয়ঞ্চ তথা মাসং ষষ্ঠেষষ্ঠেঽর্ভকোদিনে। তৃণপর্ণাদিভিঃ শীর্ণৈঃ কৃতান্নোঽভ্যর্চ্চয়ন্ বিভুং ॥ ৬৩

শ্রীধরস্বামী

যস্য যশো জগৎ প্রাবৃঙ্‌ক্তে ব্যাপ্নোতি ॥ ৬০ ॥
বিপুলয়ন্ বিস্তারয়ন্ ॥ ৬১ ॥
ধ্রুবো মধুবনে কিমকরোদিত্যপেক্ষায়ামাহ তত্রেত্যাদিনা। অভিষিক্তঃ স্নাতঃ যস্তাং প্রাপ্তস্তাং ॥ ৬২ ॥
কপিত্থানি বদরাণিচ অশনং যস্য আত্মবৃত্তি র্দেহস্থিতিঃ তদনুসারেণ ॥ ৬৩ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

বিশ্রুত্যেত্যত্র বিস্রভ্যেতি চিৎসুখঃ ॥ ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

মা মা সর্ব্বথৈব শোকং মাকুরু। তৎপ্রভাবমবিজ্ঞায় বর্ত্তমান ইত্যর্থঃ। প্রাবৃঙ্‌ক্তে ব্যাপ্নোতি বর্ত্তমান সামীপ্যে বর্ত্তমানত্বং ॥ ৬০ ॥
বিশ্রুত্য বিস্রভ্যেতিচ পাঠঃ ॥ ৬১ ॥
মধুবনে ধ্রুবঃ কিমকরোদিত্যপেক্ষায়ামাহ তত্রেতি অভিষিক্তঃ স্নাতঃ। প্রযতঃ পূতঃ ॥ ৬২ ॥
কাপিত্থবদর মাত্র ভোজী আত্মনো বৃত্তে র্জীবিকায়া অনুসারঃ স্বীকারস্তেন ॥ ৬৩। ৬৪ ॥

রাজার এই প্রকার কাতর বচন শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে শান্ত্বনা করত কহিলেন, হে প্রজানাথ! দেবতারা তোমার তনয়কে রক্ষা করিতেছেন, তাঁহার যশে জগৎ পরিপূর্ণ হইবে, তুমি তাঁহার প্রভাব না জানিয়া খেদ কর কেন? তদর্থ শোক করিও না, বিষাদ পরিত্যাগ কর ॥ ৬০ ॥

রাজন্! সেই প্রভু ধ্রুব লোকপালদেরও সুদুষ্কর কর্ম্ম করিয়া তোমার যশঃ বিস্তার করত অচিরেই প্রত্যাগমন করিবে। মৈত্রেয় কহিলেন দেবর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া জগতাপতি উত্তানপাদের ঔদাস্য উপস্থিত হইল। তখন তিনি রাজলক্ষ্মীর প্রতি অনাদর করিয়া কেবল পুত্রেরই চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন ॥ ৬১

এ দিকে ধ্রুব মধুবনে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য তীর্থে স্নান করিলেন এবং প্রযত হইয়া সেই রাত্রি উপবাস করিয়া থাকিলেন। অনন্তর সমাহিত হইয়া দেবর্ষির উপদেশানুসারে পরম পুরুষ ভগবানের পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬২ ॥

প্রতি ত্রিরাত্রের অন্তদিনে অর্থাৎ তৃতীয় দিবসে কপিত্থ এবং বদরীফল ভক্ষণ করিতেন, এই প্রকারে দেহ ধারণ করিয়া ভগবানের অর্চ্চনায় তাঁহার প্রথম মাস যাপিত হইল। তদনন্তর প্রতি ষষ্ঠ দিবসে অর্থাৎ পাঁচ দিন গত হইলে পর শীর্ণ তৃণ পত্রাদি আহার করিয়া ভগবানের অর্চ্চনা করত দ্বিতীয় মাস যাপন করিলেন ॥ ৬৩ ॥

তৃতীয়ঞ্চানয়ন্মাসং নবমে নবমেঽহনি। অভুঙ্ক উত্তমঃশ্লোকমুপাধাবৎ সমাধিনা।
চতুর্থমপি বৈ মাসং দ্বাদশে দ্বাদশেঽহনি। বায়ুভক্ষোজিতশ্বাসোধ্যায়ন্ দেবমধারয়ৎ।
পঞ্চমে মাস্যনুপ্রাপ্তে জিতশ্বাসো নৃপাত্মজঃ। ধ্যায়ন্ ব্রহ্মপদৈকেন তস্থৌ স্থানুরিবাচলঃ ॥ ৬৪ ॥
সর্ব্বতো মন আকৃষ্য হৃদি ভূতেন্দ্রিয়াশয়ং। ধ্যায়ন্ ভগবতো রূপং নাদ্রাক্ষীৎ কিঞ্চনাপরং ॥ ৬৫
আধারং মহদাদীনাং প্রধান পুরুষেশ্বরং। ব্রহ্ম ধারয়মাণস্য ত্রয়োলোকাশ্চকম্পিরে ॥ ৬৬ ॥
যদৈকপাদেন সপার্থিবাত্মজ স্তস্থৌ তদঙ্গুষ্ঠনিপীড়িতা মহী।

শ্রীধরস্বামী।

তৃতীয়ঞ্চানয়ন্ ঈষদিব নয়ন্ উপাধাবদিত্যন্বয়ঃ। প্রতিমাসমাহার সঙ্কোচং তপোঽতিরেকঞ্চ কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥
ভূতানি শব্দাদীনি ইন্দ্রিয়াণিচ আশেরতে যস্মিন্ তন্মন আকৃষ্য ব্রহ্ম ধ্যায়ন্ ॥ ৬৫ ॥
ধারয়মাণস্য তস্য সততেজঃ সোঢ়ু মশক্নুবন্তঃ কম্পিতাঃ ॥ ৬৬ ॥
তস্যাঙ্গুষ্ঠেন নিপীড়িতা আক্রান্তা সতী মহী তত্র তদা অর্দ্ধং ননাম সমেঽংশকেঽর্দ্ধ শব্দস্য নপুংসকত্বাৎ। অংশাংশিনো

ক্রমসন্দর্ভঃ।

সর্ব্বাত্মকত্বেন বৃহত্তমত্বাদ্ভগবতো রূপমেব ব্রহ্ম। অতএব আধারমপি। ততস্তাদৃশত্বেন ধারণাত্তদাত্মকতা প্রাপ্ত্যা যদা ভাব বিশেষেণ কম্পতেস্ম তদা বিশ্বমপি কম্পতেস্ম ॥ ৬৬ ॥
ততো যত্র স্বাঙ্গাংশে স ভারং বিন্যস্যতিস্ম তত্রাংশে পৃথিব্যা নমনমপি যুক্তং ॥ ৬৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভূতানাং প্রাণিনামিন্দ্রিয়েষু ন শেরতে নবিষয়ী ভবতীতি তথাভূতং ভগবদ্রূপং। যদ্বা আ সম্যক্ শেতে নতু জাগর্ত্তীতি তেষা মগম্যমিত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥
ধারয়তঃ ধ্যায়তঃ ধ্যায়তি সতীত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥
তদা তস্যাঙ্গুষ্ঠেন নিপীড়িতা মহী। অর্দ্ধমর্দ্ধ প্রদেশং ব্যাপ্য ননাম। কালভাবেত্যাদিনা কর্ম্মত্বং ইভেন্দ্রেণা ধিষ্ঠিতা তরী-

তাহার পরে প্রত্যেক নবম দিবসে অর্থাৎ নয় দিন অতীত হইলে দশম দিবসে জলমাত্র ভোজন করিয়া সমাধি যোগ দ্বারা পুণ্যশ্লোক ভগবানের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন,তাহাতে তৃতীয় মাস অতিবাহিত হইল। তদনন্তর প্রতি দ্বাদশাহে অর্থাৎ (দুই দুই অধিক দশ এই অর্থে চতুর্দ্দশ) এই রূপ ক্রমে চতুর্দ্দশ দিন অতীত হইলে পঞ্চদশ দিবসে বায়ু মাত্র ভক্ষণ করিয়া শ্বাস জয় পূর্ব্বক ধ্যান যোগে ভগবানের ধারণা করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে চতুর্থ মাস ক্ষেপণ হইল। এই প্রকারে প্রতিমাস আহার সঙ্কোচের পর যখন পঞ্চম মাস প্রবৃত্ত হইল, তখন সেই রাজপুত্র শ্বাস জয় করিয়া পরব্রহ্মের ধ্যান করত এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া অচল স্থানুর ন্যায় অবস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৬৪

এবং শব্দাদি ভূতের ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের শয়ন স্থান মনকে সর্ব্ব প্রকার বস্তু হইতে হৃদয়ে আকর্ষণ করিয়া কেবল ভগবানের ধ্যান করিতে লাগিলেন, তৎকালে অন্য কোন পদার্থ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই ॥ ৬৫ ॥

এই রূপে ধ্রুব মহদাদির আধার এবং প্রকৃতি পুরুষের ঈশ্বর পরম ব্রহ্মকে ধ্যান করিলে ত্রিভুবন তাঁহার তেজঃ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া কম্পমান হইল ॥ ৬৬ ॥

ঐ রাজতনয় যখন একপদে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিতেন তখন অবনী তাঁহার পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নিপীড়িত হওয়াতে যেমন গজরাজ নৌকায় আরোহণ করিলে তাহার বাম ও দক্ষিণ প্রত্যেক পদের ভরে

ননাম তত্রার্দ্ধমিভেন্দ্রধিষ্ঠিতা তরীব সব্যেতরতঃ পদে পদে ॥ ৬৭ ॥
তস্মিন্নভিধ্যায়তি বিশ্বমাত্মনো দ্বারং নিরুধ্যাসুমনন্যয়া ধিয়া
লোকা নিরুচ্ছ্বাস নিপীড়িতা ভৃশং সলোকপালাঃ শরণং যযুর্হরিং ॥ ৬৮ ॥
শ্রীদেবা ঊচুঃ ॥
নৈবং বিদামো ভগবন্ প্রাণরোধং চরাচরস্যাখিল সত্ত্বধাম্নঃ।
বিধেহি তন্নো বৃজিনাদ্বিমোক্ষং প্রাপ্তা বয়ং ত্বাং শরণং শরণ্যং ॥ ৬৯ ॥
শ্রীভগবানুবাচ ॥
মাভৈষ্ট বালং তপসো দুরত্যয়ান্নিবর্ত্তয়িষ্যে প্রতিযাত স্বধাম।

শ্রীধরস্বামী।

রভেদাচ্চ এবং সামানাধিকরণ্যং। ইভেন্দ্রেণাধিষ্ঠিতা তরী নৌ র্যথা পদে পদে সব্যতো দক্ষিণতশ্চ নমতি তদ্বৎ ॥ ৬৭ ॥

অন্যদপ্যাশ্চর্য্যমাহ তস্মিন্ ধ্রুবে বিশ্বং বিশ্বাত্মকং বিষ্ণুং আত্মনঃ সকাশাৎ অনন্যয়া ধিয়া আত্মাভেদ দৃষ্ট্যা অভিধ্যায়তি সতি কিং কৃত্বা অসুং প্রাণং তদ্দ্বারঞ্চ নিরুধ্য বিশ্বমাত্মনি একীকৃত্য স্বপ্রাণ নিরোধে কৃতে বিশ্বস্য প্রাণ নিরোধো জাত ইতি ভাবঃ ॥ ৬৮

এবং প্রাণ নিরোধং কদাচিদপি নবিদ্মঃ অখিল সত্ত্বধাম্নঃ সর্ব্ব প্রাণি শরীরস্য ততস্মাৎ বৃজিনাৎ ক্লেশাৎ ॥ ৬৯ ॥

যতো বালাৎ কোঽসৌ বালঃ কথঞ্চ তস্মাৎ প্রাণনিরোধ ইত্যত আহ। উত্তানপাদস্য পুত্রো ময়ি বিশ্বরূপে সঙ্গতাত্মা ঐক্যং

ক্রমসন্দর্ভঃ।

লোকাশ্চ গৌরবাদিতি চিৎসুখঃ চকম্পির ইতি শেষঃ ॥ ৬৮ ॥

তস্মাদেব লোকনিরুচ্ছ্বাসতামপি ॥ ৬৯। ৭০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

নৌর্যথা পদেপদে সব্যতো দক্ষিণতশ্চ নমতি তদ্বৎ ॥ ৬৭ ॥

তস্মিন্ ধ্রুবে আত্মনো দেহস্য বিশ্বং সর্ব্বমেব দ্বারং অসুং প্রাণঞ্চ নিরুধ্য হরিং ধ্যায়তি সতি লোকা নিরুচ্ছ্বাসনিপীড়িতা ইতি ব্যষ্টে র্ধ্রুবসংজ্ঞক শরীরস্য প্রাণেষু নিরোধনীয়েষু বালত্বাৎ সমষ্টেরেব প্রাণান্ ন্যরুন্ধ। অতএব অনন্যয়াধিয়োত ব্যষ্টি সমষ্ট্যোরৈক্যবুদ্ধিরেব তত্র কারণমিত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

এবং প্রাণনিরোধং কদাপি ন বিদ্মঃ। অখিল সত্ত্ব ধাম্নঃ সর্ব্বপ্রাণিশরীরস্য ॥ ৬৯ ॥

বালমিতি বালত্বাদেব স্বপ্রাণেষু নিরুধ্যমানেষু যুষ্মাকমপি প্রাণান্ ন্যরুন্ধ অতো হস্মান্ হনিষ্যতীতি বুদ্ধ্যা তস্মান্নভেতব্য

সেই তরী নোয়াইয়া পরে, তাহার ন্যায় ধরণী অর্দ্ধাংশে নত হইয়া পড়িলেন ॥ ৬৭ ॥

অপর ধ্রুব প্রাণ ও তাহার দ্বার নিরোধ পূর্ব্বক আপনার সহিত অভেদ দর্শন করিয়া বিশ্বমূর্ত্তি ভগবানের ধ্যান পরায়ণ হইলেন, লোকপাল সহিত সমস্ত লোক নিশ্বাস রোধে অতিশয় নিপীড়িত হইলেন, পরে, ভগবান্ হরির সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাঁহার শরণ প্রার্থনা করিলেন ॥ ৬৮ ॥

দেবগণ এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া সভয় চিত্তে ভগবানকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে ভগবন্! চরাচর সমস্ত প্রাণির শরীরে এ প্রকার প্রাণরোধ কখনও দেখি নাই, অতএব এই ক্লেশ হইতে শীঘ্র আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন, আপনি শরণ্য আমরা আপনার শরণাগত হইলাম ॥ ৬৯ ॥

ভগবান্ হরি অমর নিকরের সকাতর বচন শ্রবণ করিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, অহে দেবগণ! তোমরা ভীত হইও না, যে বালক হইতে তোমাদের এই নিশ্বাস রোধ হইয়াছে তাহাকে দুষ্কর তপস্যা হইতে আমি নিবর্ত্ত করিতেছি। তোমরা সেই বালকটীকে জান? তিনি উত্তানপাদ

যতোহি বঃ প্রাণনিরোধ আসীদৌত্তানপাদির্ময়ি সঙ্গতাত্মা ॥ ৭০ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে ধ্রুব চরিতে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ৮ ॥ * ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ॥

ত এবমুচ্ছন্নভয়া উরুক্রমে কৃতাবনামাঃ প্রযযু স্ত্রিপিষ্টপং।

সহস্রশীর্ষাপি ততো গরুত্মতা মধোর্ব্বনং ভৃত্যদিদৃক্ষয়া গতঃ ॥ ১ ॥

'স বৈ ধিয়া যোগবিপাকতীব্রয়া হৃৎপদ্মকোষে স্ফুরিতং তড়িৎপ্রভং।

শ্রীধরস্বামী।

প্রাপ্তো বর্ত্তত ইতি ॥ ৭০ ॥

॥ * ॥ ইতি চতুর্থে অষ্টমঃ ॥ * ॥

নবমেতু হরিং স্তুত্বা লব্ধ্বা তস্মাদ্বরান্ ধ্রুবঃ। প্রত্যাগত্যাকরোদ্রাজ্যং পিত্রা দত্তমিতীর্য্যতে ॥ ০ ॥

এবং ভগবদ্বাক্যেন গতভয়াঃ ॥ ১ ॥

স বৈ ধ্রুবঃ যোগস্য বিপাকেন দার্ঢ্যেন নিশ্চলয়া গরুড়াধিরূঢ়ং পুরঃ স্থিতমপি যদান্তর্দৃষ্টিত্বাদসৌ নাপশ্যত্তদা ভগবতৈবান্তঃস্থ

ক্রমসন্দর্ভঃ।

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে শ্রীজীবগোস্বামি কৃত ক্রমসন্দর্ভস্য অষ্টমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ * ॥

সহস্রশীর্ষেতি ধ্রুবলোকাধিষ্ঠাতুস্তদভেদাৎ ॥ ১ ॥

তড়িৎপ্রভং যথাস্যাৎ তথা সহসৈব তিরোহিতং ॥ ২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

মিত্যাহ যতো ধ্রুবাৎ স ময়ি সঙ্গতচিত্তঃ কমপি নৈব জিঘাংসতীত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং। চতুর্থস্যাষ্টমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

হরিস্তুতি র্বরপ্রাপ্তিঃ স্বানুতাপো গৃহাগমঃ। বন্ধুভির্মিলনং রাজ্যং ধ্রুবস্য নবমেঽভবৎ ॥ ০ ॥

গর্ত্তোদশায়িনা অভেদাৎ সহস্র শীর্ষা তদানীন্তনোঽবতারঃ পৃশ্নিগর্ভো ভাগবতামৃতাদবগন্তব্যঃ ॥ ১ ॥

সচ গত্বা যোগনিমীলিতাক্ষস্য ধ্রুবস্যান্তঃকরণং প্রবিশ্য দর্শনং দত্ত্বা তত্রৈব পুনরন্তর্দ্ধায় বহিস্তদগ্রে তস্থাবিত্যাহ সবা ইতি ধ্যান যোগস্য পরিপাকেন তীব্রয়া ধিয়া হৃদি সহসৈব স্ফুরিতং তড়িৎপ্রভং যথাস্যাত্তথা তিরোহিতঞ্চ উপলক্ষ্য স্ব সমীপ এব দৃষ্ট্বা লব্ধ

রাজার পুত্র, এক্ষণে ধ্যান যোগে বিশ্বরূপ যে আমি, আমার সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন ॥৭০

॥ * ॥ ইতি চতুর্থে অষ্টম ॥ * ॥

নবমাধ্যায়ে ভগবানের স্তব করিয়া বর লাভ পূর্ব্বক ধ্রুবের প্রত্যাগমন ও পিতৃদত্ত রাজ্য করণ ॥ ০

মৈত্রেয় কহিলেন ভগবানের বাক্যে দেবতাদের ভয় দূরীভূত হইল। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সকলে ত্রিদশালয়ের প্রতি প্রস্থান করিলেন। সহশীর্ষা ভগবান্ও তাহার পর আপনার ভৃত্যকে দেখিবার বাসনায় গরুড়োপরি আরোহণ পূর্ব্বক মধুবনে গমন করিলেন ॥ ১ ॥

সে সময় ধ্রুবের মতি সুদৃঢ় ধ্যান যোগ দ্বারা নিশ্চল হওয়াতে তিনি তদ্দ্বারা হৃৎপদ্ম কোষে স্ফুরিত বিদ্যুৎ প্রভা সদৃশ ভগবানের রূপ দর্শন করিতেছিলেন, অতএব ভগবান্ গরুড়ারূঢ় হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেও অন্তর্দ্দৃষ্টি প্রযুক্ত তাঁহার প্রতি ধ্রুবের দৃষ্টি পতিত হইল না। এতদবলোকনে ভগবান্ যখন অন্তঃস্থ রূপ আকর্ষণ করিয়া লইলেন, তখন ধ্রুব সহসা ভগবদ্রূপের তিরোধান দেখিয়া সমাধি ভঙ্গ করত উত্থিত হইলেন, কিন্তু নয়ন দ্বয় উন্মীলন করিবামাত্র অন্তঃকরণ মধ্যে যে রূপকে স্ফুরিত দেখিতে